FEB 1 4 2001

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৪-৬ কলাম ২

দৈনিক জনকণ্ঠ

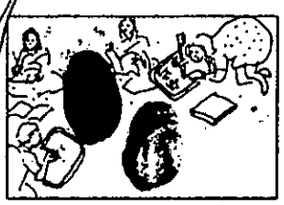

সাক্ষরতার হার প্রসঙ্গে

দেশে সাক্ষরতার হার এখন ৬৫.৫ ভাগ। ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ৫৩ ঃ ৪৭। দেশে শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ও ছাত্রীর ব্যবধান কমতে কমতে এখন উপরোক্ত অনুপাতটি দাঁড়িয়েছে। আর একটি তথ্য হচ্ছে, প্রাথমিক স্তর থেকে মাস্টার্স লেভেল পর্যন্ত সকল স্তরে এখন প্রায় ২ কোটি ৮২ লাখ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। দেশে বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ শিক্ষার হার বরিশালে ৭৬ দশমিক ৭ ভাগ, জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ শিক্ষার হার বরগুনায় ৮৬ দশমিক ৫৫ ভাগ এবং থানা পর্যায়ে চারটি থানার সর্বোচ্চ শিক্ষার হার শতকরা ৮৯ দশমিক ৯০ ভাগ। থানা চারটি হচ্ছে ঢাকার ডেমরা ও তেজগাঁও, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এবং গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর।

তথ্যগুলো পাওয়া গেছে দেশব্যাপী বিভাগ, জেলা ও উপজেলা বা থানা পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক শিশু ও শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরিপে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স (ব্যানবেইস) ১৯৯৯ সালের ২৬ এপ্রিল থেকে এই জরিপ পরিচালনা করে।

ওপরের তথ্যগুলো থেকে দেশে এখনকার শিক্ষা ক্ষেত্রের একটি চিত্র পাওয়া যায়। চিত্রটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় দু'টি। একটি, দেশে সাক্ষরতার হার বাড়ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যকার অনুপাত আগের তুলনায় অনেক কমেছে, এখন কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে ৫৩ ঃ ৪৭-এ।

দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে, সাক্ষরতার হার বাড়ছে, বিশেষ করে ছাত্রীসংখ্যা বাড়ছে ইত্যাদি সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক। এগুলোতে খানিকটা হলেও অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি হোক, বেশি বেশি ছেলেমেয়ে স্কুলে আসুক, শিক্ষার প্রসার ঘটুক— এটাই সবাই চায়। এটা সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য যেমন কল্যাণকর, তেমনি কল্যাণকর গোটা দেশের জন্যও। দেশে শিক্ষার প্রসার দ্রুত ঘটবে, সবাই শিক্ষিত হবে, নিরক্ষরতা দূর হবে— এটা সকলের স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

সেজন্য ব্যানবেইসের তথ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্রছাত্রীর অনুপাত হ্রাসের যে চিত্র পাওয়া যায়, সবার প্রত্যাশা সেই ধারাটি অব্যাহত থাকবে এবং আরও দ্রুততর হবে। অর্থাৎ এই হার দ্রুত আরও বাড়ুক, অনুপাত আরও হ্রাস পাক— এক কথায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে আরও গতিবেগ আসুক এটাই সবার প্রত্যাশা। তবে একই সঙ্গে এটাও উপলব্ধি করতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য যতটুকুই আসুক, তাতে পূর্ণ আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ আজও নেই। কারণ এ ক্ষেত্রে এখনও রয়ে গেছে বহু কাজ। শিক্ষা ক্ষেত্রে রয়েছে হাজারো সমস্যা। শিক্ষা ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি লাভের উপযোগী সাফল্য আনতে গেলে যে বিপুল পরিমাণ কাজ করা দরকার সেই কাজগুলো সমাধা করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে মানুষের উন্নয়ন যেমন জড়িত, তেমনি দেশের উন্নয়নও জড়িত। সেজন্য শিক্ষার ব্যাপারে আরও বেশি নজর ও মনোযোগ দিতে হবে। একই সঙ্গে এ কথাও বিবেচনা করতে হবে, স্বাধীনতার পর থেকে যেভাবে শিক্ষার উন্নয়ন হওয়া উচিত ছিল, তা হয়েছে কি? শিক্ষার সামগ্রিক যে পরিবেশ মানুষের প্রত্যাশিত ছিল সে পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে কি? এগুলোর উত্তর নেতিবাচক।

আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্রটিকে হতাশাব্যঞ্জক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। শিক্ষায় মানবকল্যাণ হওয়ার কথা, কিন্তু আমাদের এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদেরইবা কল্যাণ কতখানি হচ্ছে, সেটাই চিন্তার বিষয়। আগের তুলনায় একালে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষার মান কি আদৌ বেড়েছে? শিক্ষালাভ করে আমাদের ছেলেমেয়েদের কয়জন সত্যিকার শিক্ষিত হয়ে উঠছে, কতখানি আদর্শবান, নীতিবান, চরিত্রবান হয়ে তারা গড়ে উঠছে, সেটাও দেখা দরকার। এ ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা দেখা যাবে, তা সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রেরই ব্যর্থতা। আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যাতে দুর্নীতি ও পরীক্ষায় নকল একটি স্থায়ী ব্যাপার হয়ে উঠেছে। প্রায় সর্বপর্যায়ে নকলের কারবার চলছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় একশ্রেণীর অভিভাবক এবং কোন কোন শিক্ষকও এই নকলপ্রবণতাকে উৎসাহিত করেন। এ সবকিছুকে শিক্ষা ক্ষেত্রের গলদ বা ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

প্রায় ত্রিশ বছর হতে যাচ্ছে স্বাধীন হয়েছি আমরা, কিন্তু আজও দেশে সর্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা— এ রকম একটি স্লোগান বেশ কিছুকাল যাবত শোনা গিয়েছিল, কিন্তু সে লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় সেটি পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন নির্ধারণ করা হয়েছে নতুন লক্ষ্য। কিন্তু এ লক্ষ্য পূরণ হবে কি? হলে খুবই ভাল কথা। কিন্তু এখনও দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের চিত্রটি আশাব্যঞ্জক নয়। বহু জায়গায় এখনও স্কুল নেই। স্কুল থাকলেও অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয় না দারিদ্র্যের কারণে। দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় একটি সঙ্কট শিক্ষক সঙ্কট। গড়ে প্রতি ৫০ ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক ১ জন করে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রেও শিক্ষক সঙ্কট কম তীব্র নয়। শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় করার কথা শোনা গেলেও এখনও ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের বছরের শুরুতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা উপকরণ নিয়ে উদ্বেগে দিন কাটাতে হয়। শিক্ষা এখন হয়ে উঠেছে দেশের সবচেয়ে অনিশ্চিত বিষয়। শহরগুলোয় ভাল স্কুলের সংখ্যা হাতেগোনা। সেসব স্কুলে আসনসংখ্যার এক থেকে দেড় শ' গুণ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার জন্য ভিড় জমায়। আর এ ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে ঢুকে গেছে দুর্নীতি। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের এই দুর্নীতির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শিক্ষালাভের মতো মহান একটি লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করতে হয়। এগুলোই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম, অসঙ্গতির বাস্তব চিত্র।

আমাদের এই পিছিয়ে থাকা দরিদ্র দেশটির সত্যিকার উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। দেশে শিক্ষার পূর্ণ বিস্তার ঘটাতে হবে। নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। সকল ছেলেমেয়ের স্কুলে ভর্তি হওয়া নিশ্চিত করতে হবে। তাদের হাতে যথাসময়ে বই তুলে দিতে হবে, দিতে হবে সকল শিক্ষা উপকরণ। দেশের সকল ছেলেমেয়ে যাতে প্রকৃত শিক্ষা পায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তারা যাতে সত্যিকার শিক্ষিত মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার শিক্ষা পায় সেই ব্যবস্থাটিও সর্বাধিক মনোযোগ দিয়ে